ত্রয়োদশ অধ্যায়

দারিদ্র্য বিমোচন

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি সহায়ক নীতি ও কৌশল এবং ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণের ফলে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২' এর প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী দারিদ্র্য এবং অতি দারিদ্র্যের হার ছিল যথাক্রমে ২৪.৩ শতাংশ এবং ১২.৯ শতাংশ। ২০২২ সালের জরিপের প্রতিবেদন অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে মাসিক ব্যয় এবং ভোগব্যয় এর তুলনায় আয় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, জিনি অনুপাত ২০২২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ০.৪৯৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে যা ২০১৬ সালে ছিল ০.৪৮২ শতাংশ। দারিদ্র্য নিরসনের পাশাপাশি আয় বৈষম্য কমাতে রূপকল্প ২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG), ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০ এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তরের লক্ষ্যে নানামুখী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে সাহসী, দৃঢ়, জনকেন্দ্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে লাগসই কৌশলসমূহ যেমন-দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সম্প্রসারণ, আর্থিক প্রণোদনা, ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে উৎসাহ প্রদান, কার্যকর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করে ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা বিনির্মাণ ইত্যাদির প্রয়োগে আমাদের সাফল্য বিশ্বব্যাপী নজর কেড়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকারের গৃহীত নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ প্রদানসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি, সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সরকার বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রদানের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১,১৭,৬৩৪.০০ কোটি টাকা, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১,২৬,২৭২.০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এ বরাদ্দ মোট বাজেটের ১৬.৫৮ শতাংশ।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের মাত্রা

বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং বহুবিধ সামাজিক উদ্যোগের সমন্বিত প্রয়াসে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১৬ অনুযায়ী, বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২০১৬ সালে ২৪.৩ শতাংশে নেমে আসে, যা ২০০৫ সালে ছিল ৪০.০ শতাংশ। 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২' অনুযায়ী দেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশ। দারিদ্র্য বিমোচনের এ গতি অব্যাহত রেখে ২০২৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫.৬ শতাংশে নামিয়ে আনতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২০-২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। সরকারের পরিকল্পিত নীতিকৌশল বাস্তবায়নের ফলস্বরূপ বৈশ্বিক মন্দার মধ্যেও বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার কমেছে। মানুষের জীবন, জীবিকা ও দেশের উন্নয়নের গতিধারাকে এগিয়ে নিতে স্বাস্থ্য, বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি জোরদার করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সরকার একদিকে অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তরের লক্ষ্যে নানামুখী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করছে, অন্যদিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করছে। বর্তমান সরকার কর্তৃক ২০২৮ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১১ শতাংশে, ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান এবং ২০৪১ সাল নাগাদ দারিদ্র্যের হার ৩ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

দারিদ্র্য হ্রাসের গতিধারা

উচ্চ দারিদ্র্য রেখার হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-২০২২ মেয়াদে জাতীয় পর্যায়ে আয় দারিদ্র্য ৫.৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস হ্রাস পেয়েছে (২৪.৩% থেকে ১৮.৭%)। এ সময়ে যৌগিক হারে দারিদ্র্য হ্রাসের পরিমাণ ছিল গড়ে ৪.২৭ শতাংশ। অপরদিকে, ২০১০-২০১৬ মেয়াদে জাতীয় পর্যায়ে আয় দারিদ্র্য ৭.২ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস হ্রাস পেয়েছে (৩১.৫% থেকে ২৪.৩%)। একই সময়ে দারিদ্র্য হ্রাসের বার্ষিক যৌগিক হার ছিল ৪.২৩ শতাংশ।

লেখচিত্র ১৩.১: দারিদ্র্য হ্রাসের প্রবণতা

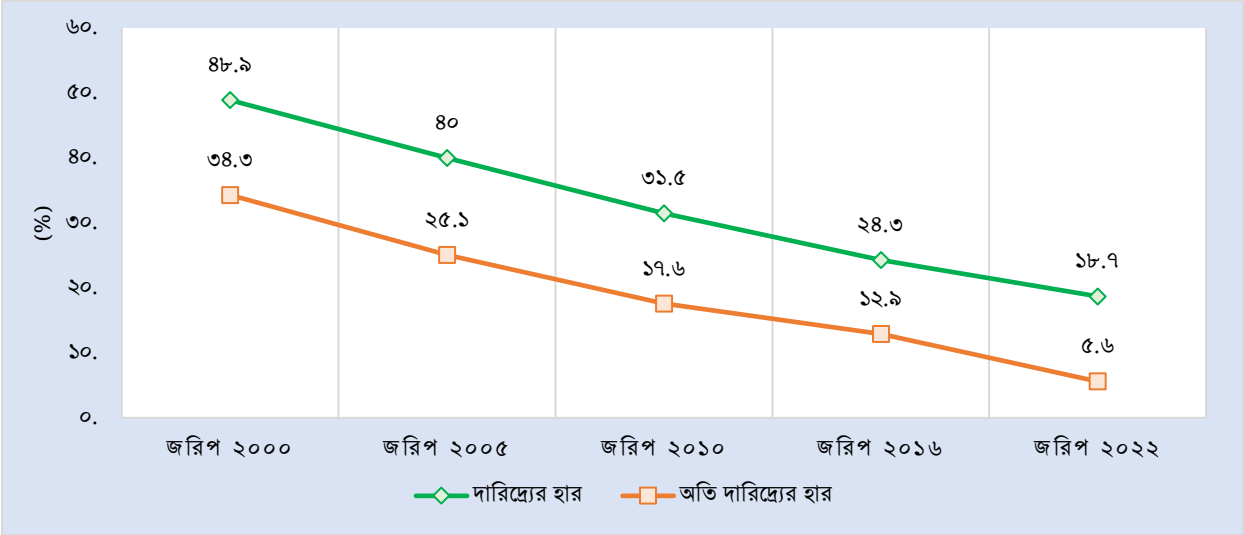

উৎস:খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২, বিবিএস।

সারণি ১৩.১: আয়-দারিদ্র্যের গতিধারা (উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে)

	২০২২	২০১৬	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০১৬-২০২২)	২০১০	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০১০-২০১৬)	২০০৫	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০৫-২০১০)
মাথা-গণনা সূচক							
জাতীয়	১৮.৭	২৪.৩	-৪.২৭	৩১.৫	-৪.২৩	৪০.০	-৪.৬৭
শহর	১৪.৭	১৮.৯	-৪.১০	২১.৩	-১.৯৭	২৮.৪	-৫.৫৯
পল্লী	২০.৫	২৬.৪	-৪.১৩	৩৫.২	-৪.৬৮	৪৩.৮	-৪.২৮
দারিদ্র্য ব্যবধান							
জাতীয়	৩.৮	৫.০	-৪.৪৭	৬.৫	-৪.২৮	৯.০	-৬.৩০
শহর	২.৯	৩.৯	-৪.৮২	৪.৩	-১.৬১	৬.৫	-৭.৯৩
পল্লী	৪.২	৫.৪	-৪.১০	৭.৪	-৫.১২	৯.৮	-৫.৪৬
দারিদ্র্য ব্যবধানের বর্গ							
জাতীয়	১.২	১.৫	-৩.৬৫	২.০	-৪.৬৮	২.৯	-৭.১৬
শহর	০.৯	১.২	-৪.৬৮	১.৩	-১.৩৩	২.১	-৯.১৫
পল্লী	১.৩	১.৭	-৪.৩৭	২.২	-৪.২১	৩.১	-৬.৬৩

উৎস:খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২, বিবিএস।

লেখচিত্র ১৩.২: আয়-দারিদ্র্যের গতিধারা

(জাতীয়, শহর ও পল্লী এলাকা)

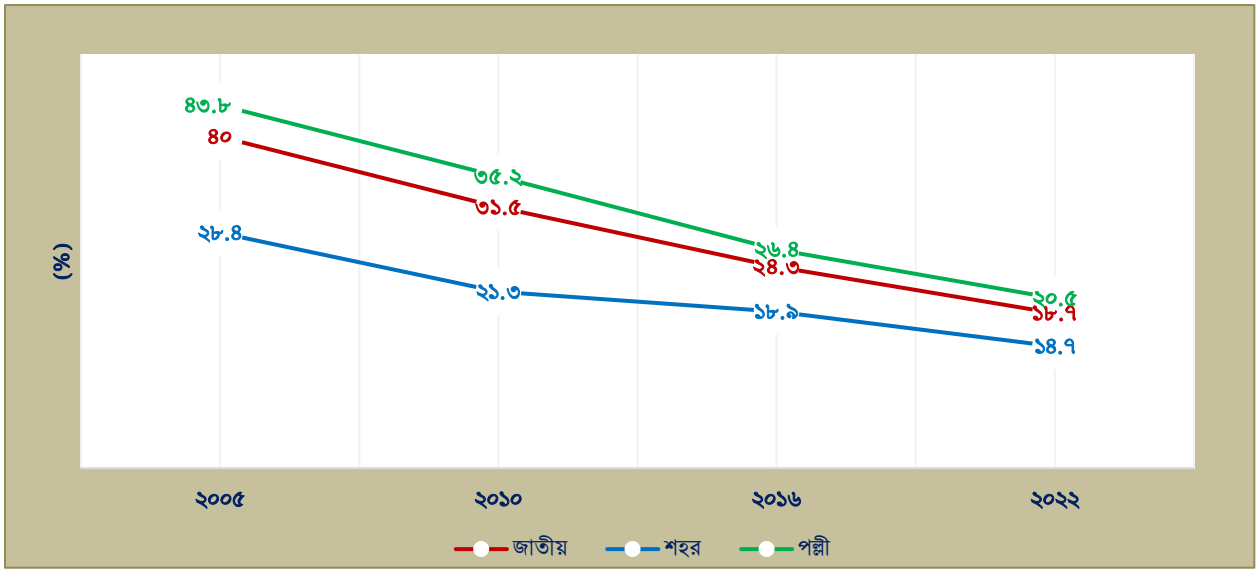

উৎস:খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২, বিবিএস।

মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগব্যয়

১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপের আলোকে চলতি বাজার মূল্যে (Nominal) খানার মাসিক আয়, ব্যয় এবং ভোগব্যয় সারণি ১৩.২ এ বর্ণনা করা হলো:

সারণি ১৩.২: মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগব্যয় পরিস্থিতি

জরিপ বৎসর	অঞ্চল	মাসিক গড় আয়	মাসিক গড় ব্যয়	মাসিক গড় ভোগব্যয়
২০২২	জাতীয়	৩২৪২২	৩১৫০০	৩০৬০৩
	পল্লী	২৬১৬৩	২৬৮৪২	২৬২০৭
	শহর	৪৫৭৫৭	৪১৪২৪	৩৯৯৭১
২০১৬	জাতীয়	১৫৯৮৮	১৫৭১৫	১৫৪২০
	পল্লী	১৩৩৯৮	১৪১৫৬	১৩৮৬৮
	শহর	২২৬০০	১৯৬৯৭	১৯৩৮৩
২০১০	জাতীয়	১১৪৭৯	১১২০০	১১০০৩
	পল্লী	৯৬৪৮	৯৬১২	৯৪৩৬
	শহর	১৬৪৭৫	১৫৫৩১	১৫২৭৬
২০০৫	জাতীয়	৭২০৩	৬১৩৪	৫৯৬৪
	পল্লী	৬০৯৫	৫৩১৯	৫১৬৫
	শহর	১০৪৬৩	৮৫৩৩	৮৩১৫
২০০০	জাতীয়	৫৮৪২	৪৮৮১	৪৫৩৭
	পল্লী	৪৮১৬	৪২৫৭	৩৮৭৯
	শহর	৯৮৭৮	৭৩৩৭	৭১২৫
১৯৯৫-৯৬	জাতীয়	৪৩৬৬	৪০৯৬	৪০২৬
	পল্লী	৩৬৫৮	৩৪৭৩	৩৪২৬
	শহর	৭৯৭৩	৭২৭৪	৭০৮৪

উৎস:খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২, বিবিএস।

সারণি ১৩.২ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মাথাপিছু আয়, ব্যয় ও ভোগব্যয় তিনটি অনুষঙ্গই ক্রমশ: বাড়ছে।
- ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে চলতি বাজার মূল্যে মাসিক আয় ছিল ৪,৩৬৬ টাকা। দুই দশকের ব্যবধানে তা ৩.৬৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে হয়েছে ১৫,৯৮৮ টাকা। ২০২২ সালের নতুন জরিপে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩২,৪২২ টাকা।
- আয়ের পাশাপাশি ব্যয় ও ভোগব্যয়ের পরিমাণও বেড়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে মাথাপিছু মাসিক ব্যয় ছিল ৪,০৯৬ টাকা, ২০১৬ সালে এই ব্যয় ছিল ১৫,৭১৫ টাকা। ২০২২ সালে তা বেড়ে ৩১,৫০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
- অন্যদিকে, ১৯৯৫-৯৬ সালে ভোগব্যয়ের পরিমাণ জাতীয় পর্যায়ে ছিল ৪,০২৬ টাকা। ২০১৬ সালের জরিপে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫,৪২০ টাকা হয়। ২০২২ সালের জরিপে খানাপ্রতি গড়ে ভোগব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩০,৬০৩ টাকা।
- সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ২০২২ পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে ব্যয় এবং ভোগব্যয় এর তুলনায় আয় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন এবং জিনি অনুপাত

২০২২ এবং ২০১৬ সালে পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টনের শতকরা হার এবং জিনি অনুপাত সারণি ১৩.৩ এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.৩: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০২২			২০১৬		
	জাতীয় পর্যায়	পল্লী	শহর	জাতীয় পর্যায়	পল্লী	শহর
	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
সর্বনিম্ন ৫%	০.৩৭	০.৩৭	০.৪৮	০.২৩	০.২৫	০.২৭
ডিসাইল-১	১.৩১	১.৪১	১.৪৫	১.০২	১.০৬	১.১৭
ডিসাইল -২	২.৮৬	৩.১৭	২.৬১	২.৮৩	২.৯৯	৩.০৪
ডিসাইল -৩	৩.৮৮	৪.৪০	৩.৪১	৪.০৫	৪.৩৬	৪.১
ডিসাইল -৪	৪.৮২	৫.৪৯	৪.১৭	৫.১৩	৫.৫২	৫.০০
ডিসাইল -৫	৫.৮১	৬.৬২	৫.০৬	৬.২৪	৬.৫৮	৬.১৫
ডিসাইল -৬	৬.৯২	৭.৮৫	৬.১২	৭.৪৮	৭.৮৯	৬.৮৮
ডিসাইল -৭	৮.৩৬	৯.৩২	৭.৫৫	৯.০৬	৯.৫২	৮.৪৪
ডিসাইল -৮	১০.৪৯	১১.৪৯	৯.৮৭	১১.২৫	১১.৮০	১০.৪
ডিসাইল -৯	১৪.৬২	১৫.৩২	১৪.৫২	১৪.৮৬	১৫.৫১	১৩.৪৭
ডিসাইল -১০	৪০.৯২	৩৪.৯৫	৪৫.২৩	৩৮.০৯	৩৪.৭৮	৪১.৩৭
সর্বোচ্চ ৫%	৩০.০৪	২৪.২২	৩৩.৪৮	২৭.৮২	২৪.১৯	৩২.০৯
জিনি অনুপাত	০.৪৯৯	০.৪৪৬	০.৫৩৯	০.৪৮২	০.৪৫৪	০.৪৯৮

উৎস: খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২, বিবিএস।

সারণি ১৩.৩ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

- ২০১৬ সালের তুলনায় ২০২২ সালে জাতীয় পর্যায়ে আয় বণ্টন অংশে বিভিন্ন ডিসাইলভুক্ত পরিবারে হ্রাস বৃদ্ধি উভয়টিই ঘটেছে। 'খানা-আয় ব্যয় জরিপ, ২০২২' অনুযায়ী ডিসাইল ১-৫ ভুক্ত পরিবারগুলো দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাকে প্রতিনিধিত্ব করলেও, তাদের আয় সম্মিলিতভাবে জাতীয় আয়ের ১৮.৬৮ শতাংশ। অথচ, ২০১৬ সালের জরিপ অনুযায়ী এই ৫টি ডিসাইলভুক্ত পরিবারে আয় ছিল জাতীয় আয়ের ১৯.২৭ শতাংশ।
- সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ পরিবারের আয় ২০১৬ সালের তুলনায় ২০২২ সালে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬ সালে তাদের আয় ছিল জাতীয় আয়ের ০.২৩ শতাংশ, ২০২২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ০.৩৭ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে, একই সময়ে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ পরিবারের আয় ২.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- জিনি অনুপাত ২০১০ সালে ছিল ০.৪৫৮ শতাংশ, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে ০.৪৮২ শতাংশ হয়। 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২' অনুযায়ী জিনি অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে ০.৪৯৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

- ২০২২ সালে পল্লী এলাকায় জিনি অনুপাত সামান্য হ্রাস পেয়েছে (২০১০ সালে ছিল ০.৪৩১%, ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ০.৪৫৪%, ২০২২ সালে সামান্য হ্রাস পেয়ে হয়েছে ০.৪৪৬%)। অন্যদিকে, শহর এলাকায় ২০২২ সালে জিনি অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে ০.৫৩৯ শতাংশ হয়েছে যা ২০১৬ সালের জরিপে ছিল ০.৪৯৮ শতাংশ।

পরিবারভিত্তিক ভোগব্যয় বণ্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত

সারণি ১৩.৪ এ জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক ব্যয় বণ্টন তুলে ধরা হলো:

সারণি ১৩.৪: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক ভোগব্যয় বণ্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০২২			২০১৬		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয় পর্যায়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
ডিসাইল-১	৩.৪৭	৩.৮৭	৩.২৫	৩.৭০	৪.০০	৩.৪৪
ডিসাইল -২	৪.৭৫	৫.২১	৪.৫০	৪.৯৪	৫.২৮	৪.৭৫
ডিসাইল -৩	৫.৬৫	৬.১৭	৫.৩৯	৫.৮০	৬.১৪	৫.৬৭
ডিসাইল -৪	৬.৫৬	৭.০৪	৬.২৪	৬.৬৪	৬.৯৬	৬.৫৫
ডিসাইল -৫	৭.৫০	৮.০২	৭.১১	৭.৫১	৭.৮১	৭.৫১
ডিসাইল -৬	৮.৫৪	৯.০৭	৮.২১	৮.৫৪	৮.৭৯	৮.৬০
ডিসাইল -৭	৯.৮৬	১০.৩২	৯.৬০	৯.৮৪	৯.৯৪	১০.০৭
ডিসাইল -৮	১১.৬৮	১২.০৮	১১.৫৩	১১.৫৯	১১.৫৮	১১.৯১
ডিসাইল -৯	১৪.৬৩	১৪.৬১	১৫.২৪	১৪.৬১	১৪.১৫	১৫.২৬
ডিসাইল -১০	২৭.৩৭	২৩.৬৩	২৮.৯৩	২৬.৮৩	২৫.৩৫	২৬.২৩
জিনি অনুপাত	০.৩৩৪	০.২৯১	০.৩৫৬	০.৩২৪	০.৩০০	০.৩৩০

উৎস: খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২, বিবিএস।।

সারণি ১৩.৪ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে,

- ডিসাইল-১ থেকে ৫ ভুক্ত পরিবারের ভোগব্যয় ২০১৬ সালের তুলনায় ২০২২ সালে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ডিসাইল-৬ভুক্ত পরিবারের ভোগব্যয় অপরিবর্তিত রয়েছে। অন্যান্য ডিসাইলভুক্ত পরিবারের ভোগব্যয় ২০১৬ সালের চেয়ে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। হ্রাস বৃদ্ধির এই পরিমাণ অতি সামান্য।
- একই সময়ে জিনি অনুপাত সামান্য বেড়েছে (২০১০ সালে ছিল ০.৩২১%, ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ০.৩২৪%)। ২০২২ সালে জিনি অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে ০.৩৩৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।
- ২০২২ সালে পল্লী এলাকায় জিনি অনুপাত সামান্য হ্রাস পেয়েছে (২০১৬ সালে ছিল ০.৩০০%, ২০২২ সালে হয়েছে ০.২৯১%)।
- অন্যদিকে, ২০১৬ সালে শহর এলাকায় জিনি অনুপাত সামান্য হ্রাস পেলেও ২০২২ সালের নতুন জরিপে তা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে (২০১০ সালে ছিল ০.৩৩৮%, ২০১৬ সালে সামান্য হ্রাস পেয়ে হয় ০.৩৩০%, ২০২২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ০.৩৫৬%) ।

আটটি বিভাগে দারিদ্র্যের হার

মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতিতে দেশের আটটি প্রশাসনিক বিভাগের দারিদ্র্য হার সারণি ১৩.৫ এ তুলে ধরা হলো:

সারণি ১৩.৫: বিভাগীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য হার

বিভাগ	২০২২			২০১৬		
	উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী					
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
ঢাকা	১৭.৯	২১.৭	১৪.৩	১৬.০	১৯.২	১২.৫
সিলেট	১৭.৪	১৮.১	১৪.৪	১৬.২	১৫.৬	১৯.৫
চট্টগ্রাম	১৫.৮	১৭.৯	১১.৩	১৮.৪	১৯.৪	১৫.৯
বরিশাল	২৬.৯	২৮.৪	২১.৩	২৬.৫	২৫.৭	৩০.৪
খুলনা	১৪.৮	১৬.২	৯.৯	২৭.৫	২৭.৩	২৮.৩
রাজশাহী	১৬.৭	১৭.২	১৪.৯	২৮.৯	৩০.৬	২২.৫
ময়মনসিংহ	২৪.২	২৬.২	১৬.০	৩২.৮	৩২.৯	৩২
রংপুর	২৪.৮	২৩.৬	২৯.৯	৪৭.২	৪৮.২	৪১.৫
	নিম্ন দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী					
ঢাকা	২.৮	১.৯	৩.৭	৭.২	১০.৭	৩.৩
চট্টগ্রাম	৫.১	৬.৩	২.৩	৮.৭	৯.৬	৬.৫
সিলেট	৪.৬	৫.২	১.৩	১১.৫	১১.৮	৯.৫
খুলনা	২.৯	২.৮	৩.১	১২.৪	১৩.১	১০.০
রাজশাহী	৬.৭	৮.০	২.৫	১৪.২	১৫.২	১০.৭
বরিশাল	১১.৮	১৩.১	৬.৭	১৪.৫	১৪.৯	১২.২
ময়মনসিংহ	১০.০	১০.৩	৮.৫	১৭.৬	১৮.৩	১৩.৮
রংপুর	১০.০	১০.৩	৮.৭	৩০.৫	৩১.৩	২৬.৩

উৎস: খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২,বিবিএস।

সারণি ১৩.৫ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে,

- উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী ঢাকা, সিলেট ও বরিশাল বিভাগে দারিদ্র্যের হার ২০১৬ সাল অপেক্ষা বৃদ্ধি পেলেও নিম্ন দারিদ্র রেখা অনুযায়ী ২০১৬ সালের তুলনায় ২০২২ সালে দেশের সকল বিভাগে মোট দারিদ্র্য হার হ্রাস পেয়েছে।
- উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ও নিম্ন দারিদ্র্য রেখা উভয় ক্ষেত্রেই বরিশাল বিভাগে মোট দারিদ্র্য হার সবচেয়ে বেশি।
- উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী ২০২২ সালে সকল বিভাগের শহরাঞ্চলে পল্লী অঞ্চল অপেক্ষা দারিদ্র্য হার কম হলেও নিম্ন দারিদ্র রেখা অনুযায়ী ঢাকা ও খুলনা বিভাগের পল্লী অঞ্চল অপেক্ষা শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য হার বেশি।
- রংপুর বিভাগে দারিদ্র্য হ্রাসের হার সবচেয়ে বেশি ।

দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসন কৌশল

রূপকল্প বাস্তবে রূপায়ণ: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১

রূপকল্প ২০৪১ এর লক্ষ্য ২০৩১ এর মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান, উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশের মর্যাদায় উত্তরণ এবং ২০৪১ এর মধ্যে দারিদ্র্যের বিলুপ্তিসহ উচ্চ-আয়ের দেশের মর্যাদায় আসীন হওয়া। রূপকল্প ২০৪১ কে ধারণ করে প্রণীত হয়েছে 'রূপকল্প বাস্তবে রূপায়ণ: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১' যার ভিত্তিমূলে রয়েছে দুটি প্রধান অভীষ্ট (ক) ২০৪১ এর মধ্যেই বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ, যেখানে বর্তমান মূল্যে মাথাপিছু আয় হবে ১২,৫০০ ডলারেরও অধিক এবং যা হবে ডিজিটাল বিশ্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; এবং

(খ) সোনার বাংলায় দারিদ্র্য হবে সুদূর অতীতের কোন বিষয়। দারিদ্র্য নির্মূল করার পাশাপাশি পরিবেশের সুরক্ষা, উদ্ভাবনী

জ্ঞান, অর্থনীতির বিকাশ ও উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে একটি দ্রুত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এই পরিবর্তন তথা রুপান্তর সাধন সম্ভব। ২০ বছরের দীর্ঘমেয়াদি এ পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক নীতির অপরিহার্য উপাদান হিসেবে নিম্নবর্ণিত কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ অনুসরণ করা হবে:

- ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা;
- ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন;
- রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং এর সাথে শিল্পায়নের কাঠামোগত রূপান্তর;
- কৃষিতে মৌলিক রূপান্তরের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা;
- ভবিষ্যতের সেবা খাতের সহায়তায় গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে শিল্প ও ডিজিটাল অর্থনীতিতে রুপান্তর;
- টেকসই নগরায়ণ;
- দক্ষ জ্বালানি এবং টেকসই অবকাঠামো;
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় স্থিতিশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণ;
- দক্ষতাভিত্তিক ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর মূল লক্ষ্যসমূহ অর্জন ও স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে সহায়ক হবে। এ পরিকল্পনায় সামষ্টিক অর্থনৈতিক ফ্রেমওয়ার্ক ও খাতভিত্তিক কৌশল নির্ধারণে যে দুটি মূল বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, তা হলো- ত্বরান্বিত সমৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি। Leaving No One Behind অর্থাৎ কাউকে পেছনে ফেলে নয় সকলকে সাথে নিয়ে উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সূচকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও অঞ্চলকে চিহ্নিত করে লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২৫ সালের মধ্যে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্যের হার ১৫.৬ শতাংশ এবং নিম্ন দারিদ্র্যের রেখা ব্যবহার করে চরম দারিদ্র্য হার ৭.৪ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সারণি ১৩.৬ এ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী দারিদ্র্য নিরসনের প্রক্ষেপণ দেখানো হলো:

সারণি ১৩.৬: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যমাত্রা

দারিদ্র্যের রেখা	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
মধ্যম দারিদ্র্য হ্রাসকরণ					
প্রবৃদ্ধি-দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা	-	-	১.২০	১.২০	১.২০
দারিদ্র্যের উচ্চ সীমারেখা (জনসংখ্যার %)	২৩.০	২০.০	১৮.৫	১৭.০	১৫.৬
চরম দারিদ্র্য হ্রাসকরণ					
প্রবৃদ্ধি-দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা	-	-	১.৪০	১.৪০	১.৪০
দারিদ্র্যের নিম্ন সীমারেখা (জনসংখ্যার %)	১২.০	১০.০	৯.১০	৮.৩০	৭.৪০

উৎস:সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ,পরিকল্পনা কমিশন।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও বাংলাদেশ

জাতিসংঘ ২০১৬-২০৩০ সাল মেয়াদে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য (এসডিজি) ঘোষণা করেছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যকর করার প্রত্যয়ে ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্য (Goals) ও ১৬৯টি লক্ষ্য (Targets) এবং ২৪১টি সূচক (Indicators) নিয়ে এসডিজি ঘোষিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বদ্ধপরিকর। এসডিজির অভীষ্ট ও লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে যে সব বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে, তা হলো এর আন্তর্জাতিকতা, সমন্বিত গতিপ্রকৃতি ও টেকসই উন্নয়নের সকল প্রকার মাত্রা অনুসরণ; বাস্তব ও জ্ঞানভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ এবং সবচেয়ে দরিদ্র, সবচেয়ে ভঙ্গুর ও সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান। এসডিজি বাস্তবায়নের পুরো প্রক্রিয়ায় সরকার সংগতিপূর্ণভাবে 'সমগ্র সমাজ' (Whole of Society) পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে।

বাংলাদেশে এসডিজি অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২' অনুযায়ী দেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মাতৃমৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। প্রতি লক্ষে মাতৃমৃত্যু হার ২০১৪ সালে ১৯৭ হতে ২০২৩ সালে ১৩৬ এ নেমে এসেছে। ০৫ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুহার ২০১৪ সালে প্রতি হাজারে ৩৮ হতে ২০২৩ সালে ৩৩ এ নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। জেন্ডার ও অঞ্চলভিত্তিক শিক্ষা প্রসারে বাংলাদেশে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে (প্রাক-প্রাথমিক সহ) ভর্তির হার ২০২২ সালে ৯৭.৫৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত Global Gender Gap Report ২০২৩ অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের ১৪৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে ৫৯তম ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য সকল রাষ্ট্র হতে এগিয়ে রয়েছে । এ যাবৎ প্রাপ্ত উপাত্ত অনুযায়ী এসডিজির অভীষ্ট বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সঠিক পথে রয়েছে।

চলমান সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম

দেশের পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র মানুষদের জীবনমান উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- বয়স্ক ভাতা প্রদান কার্যক্রম; বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রম; অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম; প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম; হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; প্রতিবন্ধীতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি; ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি; ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি এবং চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১,২৬,২৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৬.৫৮ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৫২ শতাংশ।

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- সরকার ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচির জন্য মোট ৯০০৮.৮১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় শতকরা ৭.১৩ ভাগ বেশি।
- চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫৮.০১ লক্ষ জন, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৫.৭৫ লক্ষ জন, এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ১.০০ লক্ষ জন।
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৩.৬৫ লক্ষ জন হতে ২৯.০০ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৮৫০ টাকা।
- বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় শুধু এ চারটি কার্যক্রমের উপকারভোগী সর্বমোট ১১৩.৭৬ লক্ষ জন, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের মোট উপকারভোগীর তুলনায় শতকরা প্রায় ৬.৯১ ভাগ বেশি।
- সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বর্তমানে ভাতাভোগীদের সুবিধার্থে সকল ব্যক্তিকে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় জিটুপি পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ১১৩.৭৬ লক্ষ জন ভাতাভোগী MFS প্রতিষ্ঠান 'নগদ', 'বিকাশ' এবং এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে G2P পদ্ধতিতে ভাতা গ্রহণ করছে।
- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) এর কাছে ন্যস্ত ক্ষুদ্রঋণ ও বিনিয়োগ তহবিলসমূহের সঞ্চালন গতি বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

- পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিসিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিদ্যমান ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্রঋণ তহবিলসমূহের সঞ্চালন ও প্রচলন গতি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

উপর্যুক্ত উদ্যোগসহ আরও কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ সারণি ১৩.৭ এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.৭: সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকা)

কার্যক্রম	২০২২-২৩ (সংশোধিত)	২০২৩-২৪ (মূল বাজেট)
নগদ প্রদান (বিভিন্ন ভাতা)	৩৫৭৫৯.২৫	৪৩৩৮৯.৪৫
খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি	১৭১৮২.১৮	১৬৮১৪.৩৬
উপবৃত্তি কার্যক্রম	৪৪১৫.৪২	৪৫৬৪.৩৯
নগদ/উপকরণ হস্তান্তর (বিশেষ কার্যক্রম)	৪৪১০৬.৩৬	৩৯৭২৫.৭০
ঋণ সহায়তা কার্যক্রম	৮০.০০	৭৫.০০
বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়তা	৬৯০.৩২	৭০৯.৮৬
বিবিধ তহবিল ও কার্যক্রম	৩৪৯৪.০৬	১০৪৭০.০১
চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি	১১৯০৬.৫৫	১০৫২৩.৩৮
মোট	**১১৭৬৩৪.০০**	**১২৬২৭২.০০**

উৎস:অর্থ বিভাগ।

সর্বজনীন পেনশন স্কিম:

টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৭ আগস্ট, ২০২৩ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বজনীন পেনশন স্কিম উদ্বোধন করেন। সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার প্রবর্তন অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ইতোমধ্যে 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এবং জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের সাথে সংগতি রেখে সম্পূর্ণ আইটি প্ল্যাটফর্মে সর্বজনীন পেনশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটি তৈরি করা হয়েছে। সর্বজনীন পেনশনের স্কিমসমূহ হলো:

- প্রবাস (প্রবাসী বংলাদেশি নাগরিকদের জন্য)

- প্রগতি (ব্যক্তি মালিকানাধীন/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য)

- সুরক্ষা (স্বকর্মে নিয়োজিত নাগরিকগণের জন্য)

- সমতা (স্বকর্মে নিয়োজিত অতি দরিদ্র নাগরিকগণের জন্য)

সর্বজনীন পেনশনের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- সর্বজনীন পেনশন স্কিমে ১৮ থেকে ৫০ বৎসর বয়সী একজন সুবিধাভোগী ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত এবং ৫০ বৎসরের উর্ধ্ব বয়স্ক একজন সুবিধাভোগী ন্যূনতম ১০ বছর চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে আজীবন পেনশন সুবিধা ভোগ করবেন। বিদেশে কর্মরত বা অবস্থানকারী যে কোন বাংলাদেশি কর্মীগণও এই স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
- পেনশনে থাকাকালীন ৭৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে পেনশনারের নমিনি ৭৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত পেনশন প্রাপ্য হবেন।
- চাঁদাদাতা কমপক্ষে ১০ বৎসর চাঁদা প্রদান করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করলে জমাকৃত অর্থ মুনাফাসহ তার নমিনিকে ফেরত দেয়া হবে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় খাদ্য সহায়তা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, খোলা বাজারে পণ্য বিক্রিসহ নানাবিধ কর্মসূচির পাশাপাশি সরকার নগদ অর্থ সহায়তাও প্রদান করে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা) কার্যক্রমে ৪৩৩৮৯.৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি: ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর হতে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। শুরুতে প্রতি ওয়ার্ডের ৫ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলাকে প্রতিমাসে ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। পর্যায়ক্রমে ভাতাভোগীর সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সমাজের দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি যাদের বয়স পুরুষের ক্ষেত্রে ৬৫ বছর বা তদুর্দ্ধ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৬২ বছর বা তদূর্ধ্ব তারা এ কর্মসূচির আওতায় আসতে পারেন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে মোট বরাদ্দ ৪,২০৫.৯৬ কোটি টাকা রাখা এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫৮.০১ লক্ষ জন, যারা প্রত্যেকে মাসিক ৬০০ টাকা হারে ভাতা পাচ্ছেন।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম: দরিদ্র, ঝুঁকিপূর্ণ ও অনগ্রসর নারীর সামাজিক সুরক্ষা ও তাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে 'বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা' কর্মসূচি চালু করে। শুরুতে এ কর্মসূচির আওতায় ৪.০৩ লক্ষ জন নারী মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা পেতেন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৫.৭৫ লক্ষ জন, যারা প্রত্যেকে মাসিক ৫৫০ টাকা হারে ভাতা পাচ্ছেন। চলতি অর্থবছরের বাজেটে এ কর্মসূচিতে ১৭১১.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ভাতা: ২০০৫-০৬ অর্থবছরে চালু করা হয় অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি। এ কর্মসূচির আওতায় শুরুতে ১.০৪ লক্ষ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মাসিক ২০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হতো। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৩.৬৫ লক্ষ জন হতে বৃদ্ধি করে ২৯.০০ লক্ষ জনে এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৭৫০ টাকা হতে ৮৫০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের বাজেটে এ কর্মসূচিতে ২৯৭৮.৭১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি: 'প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি' চালু হয় ২০০৭-০৮ অর্থবছরে। শুরুতে এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ১২,২০৯ জন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে যথাক্রমে মাসিক ৯০০ টাকা, ৯৫০ টাকা, ৯৫০ টাকা ও ১,৩০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উপবৃত্তি গ্রহণকারীর সংখ্যা ১ লক্ষ জন এবং এ কর্মসূচিতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ১১২.৭৪ কোটি টাকা।

বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি: ২০১২-১৩ অর্থবছরে পাইলট হিসেবে দেশের ৭টি জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৯.২৮ কোটি টাকা এবং উপকারভোগীদের সংখ্যা ৯,৪৬৪ জন।

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি: ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে 'অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' নামে স্বতন্ত্র কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৬৮.৮৯ কোটি টাকা এবং উপকারভোগীদের সংখ্যা ৮৫,৫০৩ জন।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম: হিজড়াদের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রথমবারের মত ৭টি জেলায় এ কার্যক্রম চালু করা হয়। বর্তমানে দেশের সকল জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬৮৮০ জন হিজড়াকে সহায়তার লক্ষ্যে ৬.৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

বেসরকারি এতিমখানার ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট: সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত বেসরকারি এতিমখানায় ন্যূনতম ১০ জন এতিম অবস্থানকৃত প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ এতিমের লালন পালনের জন্য ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ২৮০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ হতে ৪,০৪২টি বেসরকারি এতিমখানায় ১,১৬,৬৬৬ জন নিবাসীকে ভরণপোষণের জন্য জনপ্রতি ২,০০০ টাকা হিসেবে (জুলাই ২০২৩ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত) ১৪০ কোটি টাকা অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট) প্রদান করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা: জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। বর্তমানে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ মাসিক ২০,০০০ টাকা করে সম্মানী ভাতা পাচ্ছেন। এছাড়া, ১০,০০০ টাকা হারে বছরে দুই (০২) টি উৎসব ভাতাও দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে শহিদ বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার ৩৫,০০০ টাকা, বীর উত্তমদের ২৫,০০০ টাকা এবং বীর বিক্রম ও বীর প্রতীকদের ২০,০০০ টাকা হারে মাসিক সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জনপ্রতি ৫,০০০ টাকা হারে মহান বিজয় দিবস ভাতা এবং সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ২,০০০ টাকা হারে বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সম্মানী ভাতা ও উৎসব ভাতা বাবদ ৫,১৪৮.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বর্তমানে দেশের সকল জেলায় ১,৯৪,০০০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে G2P পদ্ধতিতে সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতা:মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের পরিবারবর্গ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণেও সরকার কাজ করছে। শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতার জন্যে পৃথক কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪৬১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি: মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষিতদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির অনুকূলে ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ৪১.২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ কর্মসূচির জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮.৫০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এবং ১২ কোটি টাকা ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি: এ কর্মসূচিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে বসবাসরত ৫০ লাখ অতি দরিদ্র পরিবারকে (বিধবা, বয়স্কা, নারী প্রধান পরিবার, নিম্ন আয়ের দুঃস্থ পরিবার প্রধানকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে) তালিকাভুক্ত করা হয়। প্রতি বছর কর্মাভাবকালীন ৫ মাস ১৫ টাকা কেজি দরে এ কর্মসূচির তালিকাভুক্ত পরিবারে প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল বিতরণ করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত) এ কর্মসূচিতে ৪.৪০ লক্ষ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

ওএমএস (সাধারণ ও টিসিবি) কর্মসূচি: নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস) কর্মসূচি চালু করে। এ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ ভর্তুকির মাধ্যমে বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে খাদ্য সামগ্রী (চাল ও আটা) বিক্রয় করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত এ কর্মসূচিতে ১.৪৬ লক্ষ মে. টন চাল ও ২.৩৬ লক্ষ মে. টন গমের ফলিত আটা বিতরণ করা হয়েছে। চালের বাজার দর নিয়ন্ত্রণসহ স্বল্প আয়ের মানুষের খাদ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করার লক্ষ্যে জুলাই ২০২৩ হতে সারা দেশব্যাপী টিসিবি কার্ডধারী ১ (এক) কোটি পরিবারকে টিসিবির অন্যান্য পণ্যের পাশাপাশি ওএমএস এর চাল বিতরণ করা হচ্ছে। ওএমএস (টিসিবি) খাতে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২৪ পর্যন্ত প্রায় ৩.৭৬ লক্ষ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

পুষ্টিচাল বিতরণ: বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় ২০১৪ সালের প্রথমার্ধ থেকে দু:স্থ জনগোষ্ঠী উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচিতে তিনটি জেলার ৫টি উপজেলায় উপকারভোগীদের মধ্যে পুষ্টিচাল বিতরণের কাজ ধাপে ধাপে প্রচলন করা হয়। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২০২১ সালে ভিজিডি কর্মসূচিতে আরও নতুন ৭০টি উপজেলাসহ সর্বমোট ১৭০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ১৭০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে।

এছাড়া, দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ভিটামিন এ, বি১, বি১২, ফলিক অ্যাসিড, আয়রন ও জিংক সমৃদ্ধ পুষ্টিচালও বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কুড়িগ্রাম সদর ও ফুলবাড়ী উপজেলায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২০২১ সালে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে আরোও নতুন ৫০টি উপজেলাসহ সর্বমোট ১৫০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে সর্বমোট ২৫১টি উপজেলায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচি: গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কাবিটা (কাজের বিনিময়ে টাকা) বাজেটে মোট ১,৫০০.০০ কোটি টাকা এবং কাবিখা (কাজের বিনিময়ে খাদ্য) বাজেটে মোট ৯৯১.৯৬ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

ভিজিএফ: সাধারণত দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দরিদ্র মানুষের জীবিকা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে এই সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রতি পরিবারকে মাসিক ২০-৪০ কেজি করে ২ থেকে ৫ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা দেয়া হয়। এছাড়া, মা ইলিশ ও জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেরাও ভিজিএফ সহায়তা পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে দরিদ্র জনগণও ভিজিএফ সহায়তা পান। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ রয়েছে ১,০৮৯.৭৮ কোটি টাকা।

টি. আর: দুর্যোগকালে দরিদ্র মানুষকে জরুরি নগদ অর্থ হিসেবে টিআর সহায়তা প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১,৪৫০.০০ কোটি টাকা। বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ বরাদ্দ অপরিবর্তিত আছে।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি: এ কর্মসূচি প্রথম ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ১০০ দিনের কর্মসৃজন হিসেবে আরম্ভ হয়। পরবর্তীতে ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে পল্লী অঞ্চলে অতিদরিদ্র ও কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে সারাদেশে এ কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো (ক) বাংলাদেশের অতি দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি (খ) সার্বিকভাবে জনগোষ্ঠী ও দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা এবং (গ) গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন। বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ১,৫০০.০০ কোটি টাকা ও উপকারভোগীর সংখ্যা ৪.৭৭ লক্ষ জন।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প

ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা হয় আশ্রয়ণ প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে এ পর্যন্ত সর্বমোট ৪,৭১,০০৬টি পরিবার

পুনর্বাসন করা হয়েছে, নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণের মাধ্যমে ১,৫৩,৮৫৩টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে এবং বিশেষ ডিজাইন (তিন পার্বত্য জেলা ও বরগুনাতে টং ঘর) এর ৬০০টি গৃহ নির্মাণপূর্বক পুনর্বাসন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহায়ন তহবিলের অর্থায়নে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত ১,১০০ টি পরিবারের জন্য ১,১০০টি ঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ২ শতাংশ খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানপূর্বক দুই-কক্ষ বিশিষ্ট সেমিপাকা একক গৃহনির্মাণের মাধ্যমে ২,৬০,৮৭৮টি পরিবারকে গৃহ প্রদানের লক্ষ্যে গৃহ নির্মাণের বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না মর্মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সারাদেশের ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে গৃহ প্রদান করা হবে।

গৃহায়ন তহবিল

দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আবাসন সুবিধা নিশ্চিতকল্পে ১৯৯৮ সালে ৫০.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে গৃহায়ন তহবিলের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে এ খাতে সরকারের বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে এর ফান্ড ১৬০.৫০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। গৃহায়ন তহবিলের তালিকাভুক্ত ৪২০টি এনজিওর মাধ্যমে গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ তহবিল হতে মাত্র ১.৫ শতাংশ সরল সুদে ঋণ গ্রহণ এবং ৫.৫০ শতাংশ সরল সুদে সর্বোচ্চ ৭ বছর মেয়াদে সুবিধাভোগীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ বিতরণ করে থাকে। বর্তমানে গৃহপ্রতি ঋণের সিলিং ২,৫০,০০০ টাকা। এনজিওগুলোর অনুকূলে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে ৫৭৪.১৪ কোটি টাকা ঋণ ছাড় করা হয়েছে। উক্ত ঋণে ইতোমধ্যে ১,০১,০৯৬টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে, গড়ে ৫জন হিসেবে যার উপকারভোগী ৫,০৫,৪৮০জন। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে ৬৯৭টি গৃহ নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম ছাড়াও গার্মেন্টসে কর্মরত দরিদ্র মহিলা শ্রমিকদের আবাসনের জন্য গৃহায়ন তহবিলের অর্থায়নে ২৪.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা জেলাধীন সাভারের আশুলিয়ায় ৭৪৪ জন মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকের আবাসনের লক্ষ্যে ১২ তলা বিশিষ্ট একটি মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া মোংলা ইপিজেডস্থ শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের আবাসনের জন্য ২৫.২৪ কোটি টাকায় হোস্টেল নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। উক্ত হোস্টেলটিতে ১,০০৮ জন মহিলা শ্রমিকের আবাসনের সুযোগ সৃষ্ট হয়েছে। এছাড়া, শহরের বস্তিবাসী/ছিন্নমূল পরিবারকে তার নিজ এলাকায় পুনর্বাসনের জন্য 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচির অনুকূলে ১৯১টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ৩০.১২ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে দারিদ্র্য হ্রাস এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণকে স্বাবলম্বী করতে এই বিভাগের বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক বেশ কিছু প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কয়েকটি প্রকল্পের এবং বিভাগের অধিভুক্ত কয়েকটি সংস্থা ও ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায়

দেশের দারিদ্র্য পীড়িত এলাকার দারিদ্র্য হ্রাস ও গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং গ্রামকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত) মোট ৬,৬৮,২৩০ জন সমবায়ীকে (নারী-পুরুষ উভয়) বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পটির সাংগঠনিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে: সমিতি গঠন ১০,০৩৫ টি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি ১৪,৫০,০০০ জন। ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত ৯,৪৮৬ টি সমিতি গঠন এবং ৯,৫৫,৫৫১ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে ৪,৭৯,১১৭ জনকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ যেমন: বিশেষ প্রশিক্ষণ, আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ এবং মাসিক যৌথসভা ও ই-প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তর

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, দ্রব্য মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন বিশেষত নারী উন্নয়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা সমবায় সমিতিগুলো বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে নিজেদের তথা সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশে সমবায় সমিতিসমূহ প্রাথমিক, কেন্দ্রীয়, জাতীয় ও দেশব্যাপী এই চার স্তরে সংগঠিত। সারা দেশে মোট নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সংখ্যা বর্তমানে ১,৮৮,১৯০টি। তন্মধ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৮৬,৭২৩টি, কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা ১২০৩টি, জাতীয় সমিতির সংখ্যা

১১টি এবং দেশব্যাপী সমবায় সমিতির সংখ্যা ২৫৩টি। সমবায় সমিতিগুলোর সর্বমোট ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,২২,৮৮,১৪০ জন, পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৩,৪৫৫.০৫ কোটি টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ প্রায় ১৫,০৬৮.৭৫ কোটি টাকা এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ২৪,১১২.২৬ কোটি টাকা। বাংলাদেশে সমবায় কর্মকাণ্ডকে ফলপ্রসূ ও গতিশীল করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে 'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা' প্রকল্প, 'দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ' এবং 'দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ' শীর্ষক তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিআরডিবি পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র, মাঝারি ও প্রান্তিক কৃষক এবং বিত্তহীন নারী ও পুরুষ জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করে স্থানীয়ভাবে সংগঠিতকরণ, নিবিড় প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ, নিজস্ব মূলধন গঠন, সম্পদ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর, ক্ষুদ্র ও এসএমই ঋণ বিতরণ এবং পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী গঠনসহ বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিআরডিবি এ পর্যন্ত ১২১টি প্রকল্প/কর্মসূচি সারাদেশে সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করছে। বিআরডিবি বর্তমানে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ছাড়াও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত বিআরডিবি ক্রমপুঞ্জিতভাবে মোট ২৩,২৮৩.১৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ এবং ২১,১০০.৪৫ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা

বার্ড বর্তমানে কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন, সমবায় ঋণ এবং মূলধন গঠন, গ্রামীণ অর্থনীতি, শিক্ষা ও প্রযুক্তি, গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান এবং জনসংখ্যা, তথ্য প্রযুক্তি, দারিদ্র্য কেন্দ্রিক কর্মসূচি, স্থানীয় প্রশাসন, নারী উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করছে। গবেষণালব্ধ ফলাফলের প্রয়োগ ও টেকসই মডেল তৈরির লক্ষ্যে বর্তমানে প্রদর্শনী ও সম্প্রসারণ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পদ্ধতি প্রবর্তন বিষয়ক মোট ১৭টি প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা, কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন, গ্রামীণ বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে কম্যুনিটির অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান, অভিযোজন পদ্ধতিতে চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়ন, এসডিজি স্থানীয়করণ, প্রান্তিক পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নীতকরণ বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণাগুলো অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগী ও উন্নয়নকর্মীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত বার্ড ১২২ টি প্রশিক্ষণ কোর্স এর মাধ্যমে ২,৮২৮ জন পুরুষ এবং ২,০৭০ জন নারীসহ সর্বমোট ৪,৮৯৮ জন-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া

আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং পরামর্শ সেবা প্রদান করে। আরডিএ মার্চ ২০২৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ২৭৫টি ব্যাচে ১৯,৬১২ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। একাডেমি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ৬,৮৫,৫৪৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মার্চ ২০২৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত আরডিএ-তে মোট ১৫টি গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ৫৭৯টি গবেষণা ও ৪৯টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন করেছে এবং ৫টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প চলমান আছে। এছাড়াও আরডিএ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে প্রথম বারের মত 'পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা-ইন রুরাল ডেভেলপমেন্ট' কোর্স চালু করা হয়েছে; ২০২২ সাল পর্যন্ত মোট ১১৩ জন গ্র্যাজুয়েট এই ডিগ্রী অর্জন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। আরডিএ ক্রেডিটের আওতায় এ পর্যন্ত ৩৮৫টি উপ-প্রকল্প এলাকা মোট ৩১,০১৯ জন সদস্যকে মোট ১৭৫.৭৯ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১৭০.২৭ কোটি টাকা। আদায়ের হার ৯২.৩৭ শতাংশ।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) পল্লীর দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, আয় উৎসারী ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান, সঞ্চয় আহরণ, দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি ও কর্মসৃজন, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী পুরুষের সমতা বিধানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত পিডিবিএফ-এর সংগঠিত

ক্রমপুঞ্জিত সুফলভোগীর সংখ্যা ৩৩,৩৪,৮৫২ জন, যার ৯৭ শতাংশই মহিলা। এছাড়া, পিডিবিএফ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় প্রত্যন্ত পল্লীর দুঃস্থ জনগণের গৃহ অঙ্গনে ৬৩,৪৪৬ টি সোলার হোম সিস্টেম ও পল্লীর জনপদ আলোকিতকরণে ১০,৮১৮টি সৌরবিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করে। ফলে পিডিবিএফ-এর সুবিধাভোগী পল্লীর দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত ৩৩.৩৫ লক্ষ পরিবারের প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষের মাঝে পিডিবিএফ-এর পল্লী পরিষেবা বিস্তৃত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)

দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনই ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এর প্রধান লক্ষ্য। বর্তমানে ৩৬টি জেলার ২০০ টি উপজেলায় এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে গ্রাম পর্যায়ে ৯,৬২২ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ২,৬৮,৯৩৭ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের শতকরা ৯৪ ভাগই মহিলা। এ সকল সদস্যকে তাঁদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কার্যক্রমে এ যাবত ক্রমপুঞ্জিতভাবে মোট ১,৯৩৫.৭২ কোটি টাকা জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একই সময় পর্যন্ত সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে মোট ১,৬৫৬.৫৪ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৭.১৫ ভাগ।

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ায় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)' প্রতিষ্ঠা করা হয়। একাডেমিটি মূলত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন প্রতিষ্ঠানটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। এছাড়া, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি এবং বিত্তহীন ও বেকার জনগোষ্ঠীর দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি খাতের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে বাপার্ড প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। জানুয়ারি ২০১০ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত সুফলভোগীদের আয়বর্ধনমূলক এবং দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে মোট ৪৪,৪৪০ জনকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২,৯৪৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের পন্থা উদ্ভাবনের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৩২ টি শিরোনামে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

বেকারদের আত্ম-কর্মসংস্থানে কর্মসংস্থান ব্যাংকের কার্যক্রম

দেশের বেকার জনগোষ্ঠী বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে যুব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করতে ঋণ প্রদান করে। বর্তমানে সারা দেশে ২৭৭টি শাখার মাধ্যমে ব্যাংকটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ব্যাংকের অর্থায়নে এ পর্যন্ত ১০,৪৩,৫৪৭টি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে মোট ৩৭,৬৭,২০৪ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট তথ্য সারণি ১৩.৮ এ দেয়া হলো:

সারণি ১৩.৮: কর্মসংস্থান ব্যাংকের ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	বিতরণ	আদায়যোগ্য	আদায়কৃত	আদায়ের হার (%)	সুবিধাভোগী (জন/সংখ্যা)	কর্মসংস্থান সৃষ্টি (জন/সংখ্যা)
১	বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ কর্মসূচি	১৮২৩.২৬	১০২৭.২২	৯৫৪.৮৭	৯৩	৯৭৪৫৫	৩৫১৮১৩
২	COVID-19-এর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নকল্পে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ঋণ সহায়তা কর্মসূচি	৬৩৪.৮২	৬৯৩.৯৫	৬৫৩.৯০	৯৪	৩৬৪৭১	১৩১৬৬০
৩	COVID-19-এর চলমান সংক্রমণের কারণে আরোপিত বিধিনিষেধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের মানুষের অনুকূলে নতুন ঘোষিত ৪নং প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি	৫০৭.৭৪	৪৭২.৭১	৪৩৭.৯১	৯৩	২৩১৬০	৮৩৬০৮
৪	নিজস্ব ঋণ কর্মসূচি	৮৫৮৭.৫৩	৮৭১৩.৭০	৮২৮২.১০	৯৫	৭১৯২৭৪	২৫৯৬৫৭৯
৫	বিধবা/স্বামী পরিত্যক্তা বেকার যুব মহিলাদের জন্য ঋণ কর্মসূচি	২.৬৮	১.৯২	১.৬৮	৮৮	১৪৫	৫২৩
৬	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) বেকার যুবদের উন্নয়নে ঋণ কর্মসূচি	৩.০৯	২.১৪	১.৯২	৯০	১৭৯	৬৪৬
৭	সাপোর্টিং পোস্ট কোভিড-১৯ স্মল স্কেল এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন প্রজেক্ট (SPCSSECP)	২৬২.৫৮	৬১.৯৯	৫৭.৩০	৯২	১০২২২	৩৬৯০১
৮	**বিশেষ কর্মসূচি**						
	ক) শিকাশ্র ঋণ কর্মসূচি	১১২.৪৬	১১১.৩১	১০৬.৫৪	৯৬	২০২৪৫	৭৩০৮৪
	খ) কৃষি ভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা	৬৯.৮৭	৮১.৭৫	৮০.৫২	৯৮	২৪২৩	৮৭৪৭
	গ) বাংলাদেশ ব্যাংক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ঋণ সহায়তা কর্মসূচি	৯৭৮.৯৩	১০৭৪.৩৩	১০৩৯.১৪	৯৭	৫৮৯৯১	২১২৯৫৭
	ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি	১৫.০০	১৬.৬৬	১৬.৩৭	৯৮	১২৫০	৪৫১৩
	ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রাপ্ত তহবিলের আওতায় বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ কর্মসূচি	৯০১.৫৪	৯১৯.৪৭	৮৬৪.০৭	৯৪	৪৮৭৫২	১৭৫৯৯৫
৯	অন্যান্য	৯৬৬.০২	৪৬৭.৩১	৪৬৩.৩৫	৯৯	২৪৯৮০	৯০১৭৮

উৎস:কর্মসংস্থান ব্যাংক।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনাসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কাজ করছে। দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা বিবেচনায় অতিদরিদ্র, মাঝারি-পর্যায়ের দরিদ্র, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পিকেএসএফ আর্থিক পরিষেবার পাশাপাশি নানাবিধ অ-আর্থিক সেবাদি প্রদান করছে। সমাজে 'কাউকে বাদ দিয়ে নয়' বরং সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে পরিচালিত পিকেএসএফ-এর কর্মপরিসরে নিহিত রয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন, সমন্বিত উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, উদ্যোগ উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, দক্ষতা উন্নয়নসহ বহুমাত্রিক উন্নয়নে সারাদেশে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার সংখ্যা ২৮৮টি। সংস্থাসমূহের সংগঠিত সদস্য সংখ্যা ১.৯৪ কোটি, যার মধ্যে প্রায় ৯১ শতাংশ মহিলা। মাঠ পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবা গ্রহণকারী সদস্য সংখ্যা ১.৪৭ কোটি, যার মধ্যে মহিলা ৯২.৫০ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রথম ছয় মাসে সহযোগী সংস্থাসমূহের অনুকূলে বিভিন্ন খাতে পিকেএসএফ-এর আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ৩,০১৮.৫৩ কোটি টাকা। বর্ণিত সময়ে সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থাসমূহের আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ৪৮,৩৭৯.৩৯ কোটি টাকা। শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে সহযোগী সংস্থা ও সহযোগী সংস্থা-সদস্য পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক সহায়তার পরিমাণ যথাক্রমে ৫৮,৮৪১.৭৬ কোটি ও ৬,৯২,৮৭৭.৮৮ কোটি টাকা।

এছাড়া, পিকেএসএফ নিজস্ব তহবিল হতে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ঋণ, উন্নত মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা সম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন, , প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে পরিপোষক ভাতাসহ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা প্রদান, দরিদ্রবান্ধব বিভিন্ন সৃজনশীল ও উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন, মাঠ পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়নমূলক ও কারিগরি কার্যক্রম এবং দরিদ্র

পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ তহবিল

গ্রামীণ দুস্থ ও অসহায় মহিলাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করার জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ তহবিল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রাপ্ত বরাদ্দ দ্বারা ঘূর্ণায়মান আকারে ৬৪টি জেলার ৪৮৮টি উপজেলার মাধ্যমে মাথাপিছু ৫,০০০ টাকা থেকে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ

ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণার্থে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন, ২০০৬ এর মাধ্যমে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এমআরএ ক্ষুদ্রঋণ খাতের জন্য আইন-বিধি প্রণয়ন, সার্কুলার জারি, অন-সাইট ও অফসাইট সুপারভিশনের মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্রঋণ খাতের কার্যক্রম তদারকি করে থাকে। ক্ষুদ্রঋণ খাতে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্যাংকিং খাতের ন্যায় এ খাতে MF-CIB (Microfinance Credit Information Bureau) পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। এমআরএ কর্তৃক ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত ৮৯২ টি প্রতিষ্ঠানকে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সনদ প্রদান করা হয়েছে এবং নানা অনিয়মের অভিযোগে ১৫৫টি প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত অথরিটির সনদপ্রাপ্ত ৭৩৭টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান দেশের ৪ কোটির অধিক গ্রাহকের জীবনমান উন্নয়নে ঋণসেবাসহ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে, আর এই সুবিধাভোগীদের ৯০ শতাংশই মহিলা।

বেসরকারি সংস্থাসমূহের (NGO) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করছে। মূলত দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ উন্নয়নে এনজিওগুলো কাজ করছে। নিচে প্রধান ৭টি এনজিও'র সার্বিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

ব্র্যাক

ব্র্যাক বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থা। ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কর্মসূচি ছাড়াও এই সংস্থাটি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, সুরক্ষা, পানি-পয়:নিষ্কাশন সেবা, স্বাস্থ্য নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ, অতিদারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা, আইনি সহায়তা, আর্থিক সেবা, প্রাক-অভিবাসন সেবা, অভিবাসন চলাকালীন সেবা, বিদেশ ফেরত শ্রমিকদের পুনর্বাসন সেবা এবং সর্বোপরি সামাজিক ক্ষমতায়ন ও সামাজিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সংস্থাটির ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৪,৫৬,১৯০.৮৫ কোটি ও ৪,১৬,০৪২.৫৯ কোটি টাকা। প্রদানকৃত উক্ত ক্ষুদ্রঋণ সুবিধার আওতায় মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল ৮,৮০৮,৩৩৯ জন যার মধ্যে ৮৯ শতাংশই মহিলা।

আশা

১৯৯১ সালে বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আশা কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত আশা ক্রমপুঞ্জিভূতভাবে ৩৬৮,৫৭৭.০৪ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। বর্ণিত সময়ে সংস্থাটি থেকে মোট ৭,০৯৭,৭৩১ জন সদস্য ঋণ নিয়ে উপকৃত হয়েছেন, যাদের প্রায় ৯০ শতাংশই মহিলা ।

ব্যুরো বাংলাদেশ

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যুরো বাংলাদেশ দেশের ৬৪টি জেলার ৫০৭টি উপজেলায় দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ব্যুরো বাংলাদেশ ১০,১২৭.১৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ২,৭১৮,৯৮৩ জন যার মধ্যে ২,৪১৭,৭৩৯ জন মহিলা ।

কারিতাস

কারিতাস দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ঋণ সহায়তাসহ আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমানে দেশের ৩০টি জেলার ৮৭টি উপজেলার ৭৭৭টি ইউনিয়নের ৫,৮৯৪টি গ্রামে কারিতাসের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ২,৯৪,৭৬৮ জন উপকারভোগীর মধ্যে কারিতাস মোট ৭,৩২৫.০৯ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ এবং ৬,৭৯৮.৮০

কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে। উপকারভোগীদের প্রায় ৮৭ শতাংশই মহিলা।

শক্তি ফাউন্ডেশন

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, কুমিল্লা, বগুড়া ও অন্যান্য বড় শহরের বস্তিতে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের ঋণ সুবিধা প্রদানে শক্তি ফাউন্ডেশন কাজ করছে। ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাটির মূল কার্যক্রম। এছাড়া, দরিদ্র মহিলাদের স্বাস্থ্য সেবাসহ নানা ধরনের সমাজ উন্নয়নে শক্তি ফাউন্ডেশন কাজ করছে। ফাউন্ডেশনটি ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে ২০,৯১৬.৩০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। একই সময়ে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১৮,২৫২.১৭ কোটি টাকা ।

টিএমএসএস

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ব্যাবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতে টিএমএসএস ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দেশের ৬১টি জেলার ৪১০টি উপজেলায় সংস্থাটি ঋণ দান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ১,৬০,৬৬,০৪২ জন উপকারভোগীর মাঝে টিএমএসএস মোট ৫২,১৯৪.০৯ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে।

প্রশিকা

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখার প্রত্যয়ে ১৯৭৬ সালে মানিকগঞ্জ থেকে প্রশিকার যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে দেশের ৪৩টি জেলায় এর কার্যক্রম বিস্তৃত। ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত সংস্থাটি মোট ১২,২৭৮.৪০ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। একই সময় পর্যন্ত প্রশিকা থেকে ঋণ নিয়ে উপকৃত হয়েছেন ৫,৭৭,৪০৭ জন দরিদ্র মানুষ।

উল্লিখিত এনজিওগুলো ছাড়াও আরও বহু এনজিও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্ণিত এনজিওগুলোর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সারণি ১৩.৯ এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.৯: প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির খতিয়ান

(কোটি টাকায়)

এনজিও সমূহের নাম	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	ক্রমপুঞ্জিভূত
ব্র্যাক (ডিসেম্বর ২৩ পর্যন্ত)									
বিতরণ	২৪৩০২.৭৮	২৯৩১৭.১৩	৩৫৫৬২.৭৬	৪৩১৭১.৫৮	৩৮৪২৬.২৯	৪২৩৬৩.৯২	৫৮৩২৬.০৮	৬৮৬২১.০৪	৪৫৬১৯০.৮৫
আদায়	২১৫৬৩.৬৬	২৬৪৮৬.৮৫	৩১৫৫১.৪১	৩৮৯৫৬.৫৫	৩৩৩১২.৭১	৪৩,৪৫৮.৮৬	৫১৬৯৩.৬৮	৬৪১৩২.৪৫	৪১৬০৪২.৫৯
সুবিধাভোগী	৫৯৫৭৯৫৪	৬৪৮৩৪৮৬	৭১১৪৭২৬	৭৪৯৬৩৮৩	৮১২৭৯৪২	৮৩৭৮০৩১	৮৭৩১৯৫৪	৮৮০৮৩৩৯	৮৮০৮৩৩৯
মহিলা	৫১৮৮২০৬	৫৬৩৩১২১	৬১৬৫১১৯	৬১৬৩৩৯২	৬৮২৭৪৯৬	৭,০০৭,৫৫১	৭৮১১৯৬৫	৭৮০২৫৫৯	৭৮০২৫৫৯
পুরুষ	৭৬৯৭৪৫	৮৫০৩৬৫	৯৪৯৬০৭	১৩৩২৯৯১	১৩০০৪৪৬	১,৩৭০,৪৮০	৯১৯৯৮৯	১০০৫৭৮০	১০০৫৭৮০
আশা (ফেব্রুয়ারি ২৪ পর্যন্ত)									
বিতরণ	২৬৯৫৮.৬৩	২৯৬৮১.৪২	২৮৩৬৮.৩১	২৫২১৫.৫৭	২৮৫৬৭.৬৩	৩৯৩৯৬.৩৪	৪৮৩৩৯.৯৪	৩১৬৬৫.০৪	৩৬৮৫৭৭.০৪
আদায়	২৩৫১৫.৩৭	২৮৯৫৩.৩৪	২৮৪৫৭.১৭	২৩৬২০.৬৬	২৭৩১২.৮৫	৩৩২৬৭.৮২	৪৪৪২৬.০৮	৩২৪৯৯.৭৪	৩৪০৪০৯.৩৪
সুবিধাভোগী	৭৮৩৯১১৯	৭৫৭৭৩৫৫	৬৮২৮৬৯৮	৬৭৬৬৯০৬	৬৯৮৭৬০৯	৭৩০২৮০৯	৭২৭৫৪৫৪	৭০৯৭৭৩১	৭০৯৭৭৩১
মহিলা	৭১৭১২৭১	৬৯৩০৪৭৪	৬২৩৫৯২৬	৬১৪৩৬৫৭	৬৩২৬৭০৫	৬৫৫৯৪০৩	৬৫১৭২৬৬	৬৩৮৮৭৫১	৬৩৮৮৭৫১
পুরুষ	৬৬৭৮৪৮	৬৪৬৮৮১	৫৯২৭৭২	৬২৩২৪৯	৬৬০৯০৪	৭৪৩৪০৬	৭৫৮১৮৮	৭০৮৯৮০	৭০৮৯৮০
ব্যুরো বাংলাদেশ (ফেব্রুয়ারি ২৪ পর্যন্ত)									
বিতরণ	৩৯৫১.৫৪	৫৪৩৯.৩৮	৬৩৩৪.৫৯	৯১৪৮.৪৮	৮২২০.৪৫	৭৬০৮.৪৪	১১৩২০.৮৮	১৪২৩৬.১৫	-
আদায়	৩১৫৪.৮১	৪৬০৪.৮২	৫৭০৮.৪০	৭০৯৫.৩২	৭১৭৪.৭১	৮০৪১.০৫	৯৩৭৯.৮৫	১৩১০৯.৮৪	-
সুবিধাভোগী	১৩৫৬৫৭২	১৪৪৯০৮৫	১৫১২৪৮৯	১৬৬২৬৮৯	১৯৬৩০৬০	১৮৬২৪৬১	২২৬৮৬৪৩	২৫৩৩৭৬৯	-
মহিলা	১২৪১৬৮৭	৯৩৪৮৮২	১৩৮৮৯৭১	১৪৮৪৯৯৮	১৭০০৫৬৪	১৬১৭০৬৩	১৯৭২৫৫২	২২২৯৮৪৩	-
পুরুষ	১১৪৮৮৫	৬৪৬১৪	১২৩৫১৮	১৭৭৬৯১	২৬২৪৯৬	২৪৫৩৯৮	২৯৬০৯১	৩০৩৯২৬	-
কারিতাস (ডিসেম্বর ২৩ পর্যন্ত)									
বিতরণ	৩৮০.৪৫	৪৪৮.৫২	৪৮৩.২০	৫৪২.১৬	৪৫৮.৪৯	৫৯৪.৩৭	৮০৬.৮৪	৯৩৯.১৭	৭৩২৫.০৯
আদায়	৩৪৬.৫৫	৪১২.০৫	৪৬২.২১	৫০৯.৮৫	৪২২.১১	৫৪৩.২৭	৭২৯.৫০	৮৮০.১৩	৬৭৯৮.৮০
সুবিধাভোগী	৬৬১৯	২৫২৬	৪০৭০	২৩০৩	৫২২	১৩৮২৯	১১৭১১	১১৫৩৬	২৯৪৭৬৮
মহিলা	৭৮৩২	২৪২৯	২১৫৪	২৬১৯	১৫৩	১২৩৩৪	১০৫৩৬	১০৪৫২	২৫৬৫৮৫
পুরুষ	১২১৩	৯৭	১৯১৬	৩১৬	৩৬৯	১৪৯৫	১১৭৫	১০৮৪	৩৮১৮৩

শক্তি ফাউন্ডেশন (ফেব্রুয়ারি ২৪ পর্যন্ত)									
বিতরণ	১০০১.৪৫	১১৭৫.০৩	১৩২২.৩৭	১৭৬৫.৬৮	১২১৪.১৯	১৮৯৯.৭২	৩২৫২.৫৯	৩৮৩৫.৮৪	২০৯১৬.৩০
আদায়	৮২৬.৪৯	১০১৭.০২	১২৩২.৮১	১৫০৭.৪৮	১২২৬.৬০	১৪৫৮.৯১	২৫২৯.২৯	৩৪০২.৫০	১৮২৫২.১৭
সুবিধাভোগী	৫২১৪৪৯	৫২১৭৫১	৪৫১৮৪৮	৪৬৫৪৮৪	৪১৯৯৭৬	৪৩০৭৪৪	৪১৪০০৭	৪৪২১০৩	৪৫৩৬৯০
মহিলা	৫০৬৯৯৭	৫০৭৬২৮	৪৪০২২৭	৪৫৮৪৭৭	৪১৩৮২১	৪২৩১৪৭	৪০২৩৯৪	৪৩১৩০৭	৪৪২৮০৬
পুরুষ	১৪৪৫২	১৪১২৩	১১৬২১	৭০০৭	৬১৫৫	৭৫৯৭	১১৬১৩	১০৭৯৬	১০৮৮৪
টিএমএসএস (ফেব্রুয়ারি ২৪ পর্যন্ত)									
বিতরণ	২৬২০.৭৩	৩৩০৫.৭৯	৪২৪৪.৭৩	৪৯৬৮.৩৫	৪৩৯১.৩১	৪৮৯৫.৯৯	৬৮৫৪.৬৬	৮৮৫৭.৪০	৫৮৫৪৫.৯৫
আদায়	২৪৫২.০৯	২৯১৭.৬১	৩৬৯০.৩০	৪৪৯৪.০০	৪০৯৬.৫০	৪৬২০.০০	৫৯০১.৫৭	৮০৯৬.০৩	৫২৯১১.৩০
সুবিধাভোগী	৮৯২১৯৬	৯০২১৯১	৯৬৭১২১	১০২১৫৫০	৮৫২৭৫০	৯৫০৭৮৯	১২৬৯৯৯৭	১৪৪৮৫৭১	১৭০৭৪৮৭৮
মহিলা	৮৬২৬০৫	৮৬৪৫৪৪	৯৪১৬৮৭	৯৯৭৪৫৫	৭৬২৮৪৮	৮৬৮৭৩৮	১১৬২৭২৯	১৩১০০৩৪	১৬১২৫১২৪
পুরুষ	২৯৫৯১	৩৭৬৪৭	২৫৪৩৪	২৪০৯৫	৮৯৯০২	৮২০৫১	১০৭২৬৮	১৩৮৫৩৭	৯৪৯৭৫৪
প্রশিকা (ডিসেম্বর ২৩ পর্যন্ত)									
বিতরণ	১৭৮.০২	২৫৫.৭৫	৩৫১.১৮	৫৩৯.৫২	৫৫০.২৫	৯৮৩.২৮	১৭৩৫.৮৮	২২৭৮.৭৯	১২২৭৮.৪০
আদায়	১৬২.৭৮	২৩১.৬২	২৯৭.৮৫	৪৭৩.৫২	৫০২.৩২	৮৫৫.৯৪	১৪৯৮.২৬	২১৬২.৬৮	১১৪৬৫.৪১
সুবিধাভোগী	৭৯১১৯	১১০৪৮৩	১৪০৪৭১	২৪০৩৩৫	৩১৪৬৫৪	৩৯১৬৭০	৪৬৩৯৩৩	৫৭৭৪০৭	৫৭৭৪০৭
মহিলা	৫৩৮০১	৭৮৪৪৩	১০৩৯৪৯	১৮৬২৬৬	২২৯৯৮৪	২৯৩১৩৬	৩৫৭৮৬১	৪৪৮৫৩৯	৪৪৮৫৩৯
পুরুষ	২৫৩১৮	৩২০৪০	৩৬৫২২	৫৪০৬৯	৮৪৬৭০	৯৮৫৩৪	১০৬০৭২	১২৮৮৬৮	১২৮৮৬৮

উৎস: সংশ্লিষ্ট এনজিওসমূহ।

গ্রামীণ ব্যাংক

১৯৮৩ সালে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি মূলত গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে তাদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ১০৫.২১ লক্ষ সদস্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। সদস্যদের প্রায় ৯৭ শতাংশই মহিলা। ব্যাংকটি ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে মোট ৩,০৫,২৩৪.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং একই সময়ে ২,৮৮,৮৫৪.০০ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে। সারণি ১৩.১০ এ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.১০: গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

উপাদান	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	ক্রমপুঞ্জিত (ফেব্রুয়ারি ২০২৪)
বিতরণ	২০৭৮৯	২৪৩২২	২৫১৩৭	১৭৪২৭	১৯৫৪৮	২৫৫১১২	২৮৮০৪৭	৩০৫২৩৪
আদায়	১৮২৭০	২২৫৬০	২৪৫০৬	১৭৩৯১	২১১৫০	২৪১৩৪৬	২৭১৮৯৭	২৮৮৮৫৪
আদায়ের হার (%)	৯৯	৯৯	৯৯	৯৯	৯৫	৯৭	৯৭	৯৭
সুবিধাভোগী	৮৯১৫৪৯১	৮৯৮৬০৫০	৯১৯২৪৭০	১২০২৭৩	৯৩৮৭৫০৫	৯৬১২৭৬৭	১০৩৬১৬৩৫	১০৫২১০১৮
মহিলা	৮৬০৯৮৯৩	৮৬৮৯০০৪	৮৮৯৩৯৯৭	১১৮৮২৫	৯০৮৪৭৬৫	৯৩০৫৪৩২	১০০৩৩১০২	১০১৮৭১৮৩
পুরুষ	৩০৫৫৯৮	২৯৭০৪৬	২৯৮৪৭৩	১৪৪৮	৩০২৭৪০	৩০৭৩৩৫	৩২৮৫৩৩	৩৩৩৮৩৫

উৎস: গ্রামীণ ব্যাংক

তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

বিশেষায়িত কিছু সংস্থা ও এনজিও ব্যতীত তফসিলি ব্যাংকগুলোও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারণি ১৩.১১ এ রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ২টি বিশেষায়িত ব্যাংকের প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.১১: তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

ব্যাংক	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
সোনালী ব্যাংক (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)										
বিতরণ	১০৪১.০০	১১২৭.০০	১১৮৭.৩০	১১৭০.২১	১২৫৮.৫১	৭৭১.৫১	৯৯৫.৬৬	১০৫১.৩৪	১২৩১.৯২	৮৪৪.৬৯
আদায়	১২৪৪	১১৭৮	১৩০৬.০৮	১২৬৭.৯০	১৩৭৮.৭৮	৮১৮.৬৩	৯০৫.৫১	১০৬৬.৬৯	১১২১.৩৩	৮০১.৩৫
আদায়ের হার (%)	৪৫.০০	৪৬.০০	৪৬.০০	৪২.৫২	৪৮.৪৭	৩৮.৪৭	৩৯.২৯	৩৭.৮৩	৪০.১০	২২.৩৫
সুবিধাভোগী	২২৯৭৭৩	২০৮৪৩২	২৯১৪২৯	৩১১০৫৮	১৫৭৫১৮	১৬৬২২৯	২৮৫৫৪৮	১৫৭৬৩০	৮৫৯৬২৩৫	১১৪৯৪৭
অগ্রণী ব্যাংক (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)										
বিতরণ	২১২০.৫০	১৭৮২.০২	৮৯৮.০০	২৭৪৮.৭৭	৩৩৪০.৯৪	৪১৫৯.০০	৬৮৩৩.৭৬	৭৬১৯.১২	৭৯৮৫.৪৯	৫৪১৯.৯৯
আদায়	৩০৫১.৮৫	৩০০৭.৮৬	৯৯৬.০০	১৭৬৭.৮৫	১৪২৯.৩০	৩৫৩০.১০	৫৫৯৯.৮৯	৫৬১৬.০১	৫৪৮০.৭১	১৭০১.৮৪
আদায়ের হার (%)	৭৪.০০	৬৭.০০	৮৮.০০	৬৪.৩১	৬২.০০	৭২.১১	৭২.৭৮	৬৫.০৫	৬৯.৯৪	৭০.৪৫
সুবিধাভোগী	১২৮৮৫০	৯২৬৩৬	১৫০১৩৯	৩০৬৯৮	১৮৭৮০	২৩০৫৩	২৬০২৩	২৬৮৭৮	৩৮৮১২	২১৮৪৫
জনতা ব্যাংক										
বিতরণ	৭৫১৫.৭০	৭৪৪৮.০৫	৭৫১.৩৩	৭৫১.৩৬	৭৫৩.১৯	৭৩৩.১৩	৭২৪.০১	৭৫০.৩০	৭৬০.৩০	৪৬৫.৭৭
আদায়	৬৯৮৯.১০	৬৯১২.৩০	৭৬৯.৭০	৬৭৮.৫৭	৭২৯.৭৭	৭২২.৪২	৬৫৮.৫৯	৭২০.২৯	৬৮১.৮৫	৪২৪.৬৩
আদায়ের হার (%)	৫৯	৫৮	৬১	৪৮.০৩	৫৭.৫৫	৬১.০৭	৫৭.৭৫	৫৪.৭৩	৪৮.১৮	৩৫.১৯
সুবিধাভোগী	৫৫১১৭৯	৫৫৩৪১৩	৫৫৩১৮৭	৫৫৩৭৮৫	৫৪৭৭০৫	৫৪৭৩৬৬	৫৫৪০৯২	৫৬৭৫৫৩	৬২৮০২২	৬৩৭৮১৬
রূপালী ব্যাংক (মার্চ ২৪ পর্যন্ত)										
বিতরণ	৭৭.৬৯	৯৬.৮৪	২০২.৩৪	৮১৪.৬৫	৮৫৮.৭৬	১২৪০.৪৬	১৫৯৩.৩৫	১৮৫৫.৩৮	১২০৯.২৬	১২৪৩.৫১
আদায়	৯০.১৯	১২২.৪৯	১৮২.১৮	৪৭৫.৩৭	৮৪৩.১৫	১২৯৯.২৮	১৮১৫.২	২০৮৯.৮৩	৬০৫.৩৮	৯৬৩.৫৫
আদায়ের হার (%)	১১৭	১২৬	৯০	৫৮	৯৮	১০৫	১১৪	১১৩	৫০	৭৭
সুবিধাভোগী	১৫২৫৫	১৪৮৮৬	৩০৬৯৭	৩৪৭৩১	৩৫০২১	৩৮৩২৩	৪৭২২৭	৫০৮৭৬	৭০৯১১	৭৬০৭৮
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)										
বিতরণ	৯৬.৫৬	৫৭.৬১	৩১.১৫	৭২.১১	৫৯.১১	৩৭.৮২	৩৬.৫৫	১৬৯.০৫	২০৩.৭৬	১৭৮.০১
আদায়	১০৬.৭৭	৫২.০৪	২১.১৩	৬৬.৪৯	৬৭.৪২	৩১.৩৫	৩১.৬০	১৬৫.৯৭	১৬২.৮৭	১১১.৮৩
আদায়ের হার (%)	১১১.০০	৫৩.১৭	৬৭.৮৩	৯২.২০	১১৪.০৫	৮২.৮৯	৮৬.৪৬	৯৮.১৮	৭৯.৯৩	৬২.৮২
সুবিধাভোগী	১৬৫২৯	১৬০৪৪	৭২৫৪	১২০৮০	৬৩৭৫	৩২৪০	২৩২২	১৪৩২৭	৯৯১৬	৬৩৩৮
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)										
বিতরণ	১৫৩৬.১৮	১৬৩৬.৪২	১৮৩৩.৩২	২০৫০.৮৪	২৩৫৮.৯৮	২০৫১.৬৭	২৭৬২.৯৬	৩১৮৩.০৪	৩৭০৫.২৮	২৫৪১.৩৫
আদায়	১৮২৭.১১	১৯৪৫.৮৫	২০৪৩.৯৬	২১৮৯.২০	২৫২৮.৭৯	২১৪২.৪০	২৭১৮.৯৩	৩২৮৯.৯৮	৩৭৬২.০১	২৭৫৫.৯৫
আদায়ের হার (%)	১০২.০০	১২২.০০	১২০.০০	১২২.০০	১২৬.০০	৯৩.০০	১০৯.০০	১২৭.০০	১০৭	৮০
সুবিধাভোগী	২০২২৪২	২০৩৩৭৫	২১২১০০	২০৩২৫৮	২০৩৬৪৭	১৬৫১০২	১৮৫৩২৪	১৯৮৩০১	৭৬৩০৭৫	৭৪০৬৪৪

উৎস:সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।

দ্রষ্টব্য: আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের অনাদায়ি হিসেব অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে আদায়ের হার শতভাগের বেশি হয়েছে।

অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

তফসিলি ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বেসরকারি ব্যাংকসমূহ দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সারণি ১৩.১২ এ কয়েকটি বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.১২: অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণের বিবরণ

ব্যাংক	সুবিধাভোগীর সংখ্যা			বিতরণ (কোটি টাকা)	আদায়ের হার (%)
	মহিলা	পুরুষ	মোট		
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক *	৫৫৫৯২৯	৫৯৫৩০১	১১৫১২৩০	৩৯৮৪.৬১	৯৫.৭৫
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড **	১৯১	২৯০৪	৩০৯৫	১৩৫৩.৬৭	৩৬.৭১
সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড **	২৭০০৯	১৪১০৩	৪১১১২	৩৪৬.০৪	৯৭
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড ***	১১	৪৭	৫৮	৬১.১০	-
বেসিক ব্যাংক লিমিটেড ****	৫৭০৬৮১	১৮৪৪০১	৭৫৫০৮২	১৪৮৩.০০	৯৮
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড *****	৪৯৩৮৪৫৪	৪২৯৪৩১	৫৩৬৭৮৮৫	৩৭৫৭৫.০০	৯৮.৫৭

উৎস:সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ। *আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, জানুয়ারি ২০২৪ **সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ও ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ডিসেম্বর ২০২৩,*** উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড, ফেব্রুয়ারি ২৪ ****বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, জুন ২০২৩, ও ***** ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ফেব্রুয়ারি ২৩ পর্যন্ত ।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি: দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক নানা ধরনের প্রকল্প/কর্মসূচির পাশাপাশি সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করছে। দারিদ্র্য বিমোচনের এই মডেলকে টেকসই করতে সরকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছে। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। সারণি ১৩.১৩ এ কয়েকটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১৩.১৩: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	সংস্থা	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	**বিআরডিবি (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)**										
	বিতরণ	৯৮৫.৮৮	১০৬৬.৭৩	১১৭৪.৫১	১২৫২.৮৬	১২৮২.৪১	১০৫৫.৩০	১২৪৪.৩৯	১৩৬৩.৬৩	১৬৫১.১৯	৮৭৮.০২
	আদায়	৯১০.৪২	৯৯৯.৪৬	১১০৬.১৮	১১৬০.২৯	১২৪১.৩২	১০০০.৭৪	১২৫০.৪৬	১২৯৯.৭১	১৫৯৩.৫৭	৮২৬.১৩
	হার (%)	৯২	৯৪	৭৫	৭৫	৭৫	৬৭	৭১	৭২	৭৭	৬২
	পিডিবিএফ										
	বিতরণ	১০৯০	১৩০৮	১৬৯৯	১৮৬১	১৯৪৯	১৭৭৭	১৮৮১	২২২৯	২০৩৮	১৪০৭
	আদায়	১১৩৮	১৩০৯	১৬৬১	১৯৯১	২০৮৪	১৯৩৫	২০৬৪	২১৭৪	২৪৫৮	১৫৬৬
	হার (%)	৯৮	৯৮	৯৮	৯৭	৯৬	৯৬	৯৬	৯৮	৯৮	৯৮.৮
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	**মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর**										
	বিতরণ	৫০৭.১৩	৬৪৫.৭০	৭৯৩.৭৫	৮৬৪.৬৬	১২৭৩.৬৮	৩৭৭.০৮	১১১৭.১১	৮.৮১৫৪	১১.৬৫	১০.৪৯
	আদায়	৫.০০২৫	৬.৭৮৯৬	৭.৮৯৩৯	৭.১২৬৫	৯.১৫১৪	৭.৩৪০৩	৭.৩২৩৫	৭.৮৯৫০	৮.৫৬	৬.৬৭
	হার (%)	৯৮.৬৪	১০৫.১৫	৯৯.৪৫	৮২.৪১	৭১.৮৫	১৯৪.৬৬	৬৫.৫৫	৮৯.৫৬	৭৩.৪৭	৬৩.০০
	জাতীয় মহিলা সংস্থা										
	বিতরণ	৩১৫.৭১	২৬৫.৩২	৪৯৮.৬৭	৩৫৯.৬২	৩৭৬.৫৪	৩৩৮.৩৫	৩৪৯.৫০	৩৫৮.৭০	৩৬৩.১৫	৩৬৩.৮৯
	আদায়	২৫৭.৬৮	২৫৫.৬১	৫৬৮.৭৫	৪৩৮.৬৬	৫৭৮.০৩	৩৯৯.২৯	৩৫৭.৭০	৫৫২.৯৯	৪০০.০৯	৪০২.০৭
	হার (%)	৮২	৯৬	১১৪	১২২	১৫৪	১১৮	১০৩	২১৩	১১৮	১১০
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (ডিসেম্বর ২৩ পর্যন্ত)	বিতরণ	৫.৫৬	৭.০০	৭.৯৮	৮.৬১	৯.৩৩	৯.০০	৭.০০	৭.০০	৮.৫০	৮.৫০
	আদায়	৩.২৫	৪.৫২	৮.০৩	৮.৭৯	৮.৮৩	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১২.০০
	হার (%)	৫৮.৪৮	৬৪.৫৭	১০০.৬২	১০২.০৯	৫৯.০০	৫০.০০	৫১.০০	৪৮.০০	৫৮.০০	৪৮.০০
শিল্প মন্ত্রণালয় (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)	**সিরোটসি ট্রাস্ট**										
	বিতরণ	৯.৩৫	৮.৬৬	৭.৮৩	৬.৪২	৫.০৮	২.৯৮	২.৫৫	২.১৪	২.৪৬	১.৬৭
	আদায়	৯.৩৪	৮.৬৩	৭.৮১	৬.৫৩	৫.০৮	৩.১০	২.৫৪	২.১৫	২.২৯	১.৬৪
	হার (%)	৯৩	৮৬	৭১	৫৯	৫১	৯৭	৫৬	৮১	৯৯	৮২

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	সংস্থা	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
ভূমি মন্ত্রণালয় (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)	বিতরণ	৭.৬১	৬.৭	৬.৭৯	৬.৬২	৯.৪৬	৫.৮১	৬.১৭	৬.৬৭	৭.২৩	৫.৪৩
	আদায়	৬.২	৬.০৯	৬.৩৯	৬.২৫	৭.২	৬.০০	৪.৫৭	৬.০০	৯.২৮	৫.৫৫
	হার (%)	৮১	৯১	৯৪	৯৪	৭৬	১০৩	৭৪	৯০	১২৮	১০২
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	**বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)**										
	বিতরণ	৪.০৩	৪.০৪	৪.১০	৩.৫৯	৩.৫১	০.৫৭	০.৪৭	০.৭৬	২.৮৫	১.৫১
	আদায়	৩.১৬	৩.৪২	৪.২৩	৩.২৫	৩.৫৬	২.১১	২.২৮	২.৪৫	১.৯৪	১.৮৫
	হার (%)	৬৫.৬৫	৬৭.৮৯	৭০.২৫	৭১.১৬	৭১.৮৬	৭২.৬৩	৭৩.৪৯	৭২.০৩	৭৩.২৩	৭৪.৩৫
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	**যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)**										
	বিতরণ	৯৭.৩৪	১০২.৬৫	১০৬.৩১	১৩৮.৮১	১৪২.৯৪	১১৪.৯৪	১৩৩.৬২	১৫০.৯৮	১৫৩.০৮	৯৬.৯০
	আদায়	৮৯.৭৪	১০০.৩২	১০৯.৯৪	১১৭.১৬	১৩২.৯১	১০৫.০৮	১১৬.৮১	১৩৪.২৯	১৫৪.৬৬	৮৬.৯০
	হার (%)	৯৪	৯৪	৯৫	৯৫	৯৬	৯৫	৯৫	৯৫	৯৬	৯৬
কৃষি মন্ত্রণালয়	**তুলা উন্নয়ন বোর্ড**										
	বিতরণ	১.৭১	১.২৩	১.২৭	১.৩৪	১.৫৬	১.৬৬	১.১৫	১.২৩	১.৮৭	১.৬৫
	আদায়	১.৭৮	১.২৮	১.৩৪	১.৪১	১.৬১	১.৭৩	১.২০	১.২৮	১.৯৫	-
	হার (%)	১০৩.৯৬	১০৪.৪৬	১০৪.৯২	১০৪.৫৯	১০৩.০৭	১০৪.৩৫	১০৪.৩৩	১০৪.৪০	১০৪.০৮	-

উৎস: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়।

দ্রষ্টব্য: আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের অনাদায়ি হিসেব অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে আদায়ের হার শতভাগের বেশি হয়েছে।